করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১১

(১)আমি চাই, তোমরা আমার একটুখানি বোকামি সহ্য করো; অবশ্য তোমরা তো সহ্য করছো।

(২)আমি তোমাদের জন্য আমার এক রুহানী ঈর্ষা বোধ করছি, কারণ আমি তোমাদেরকে একজন স্বামীর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করেছি, যেনো আমি তোমাদেরকে মসিহের কাছে পবিত্র কুমারী হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি।

(৩)কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, সাপ যেভাবে হযরত হাওয়া আ. প্রতারিত করেছিলো, সেভাবে তোমাদের চিন্তা-ভাবনা মসিহের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক ভক্তি থেকে বিপথে নিয়ে যাবে।

(৪)কারণ আমরা যে হযরত ইসা আ. এর কথা প্রচার করেছি, কেউ যদি এসে তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো ইসার কথা প্রচার করে, কিংবা তোমরা যে আল্লাহর রুহকে পেয়েছো, তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো রুহকে যদি তোমরা পাও, অথবা যে সুখবর তোমরা গ্রহণ করেছো, তা থেকে আলাদা কোনো সুখবর যদি তোমরা গ্রহণ করো, তাহলে তো তোমরা যথেষ্ট আনন্দের সাথেই তা মেনে নাও।

(৫)আমি কিন্তু নিজেকে এসব অতি-হাওয়ারিদের থেকে বিন্দুমাত্র কম মনে করি না।

(৬)আমি হয়ত কথা বলার ক্ষেত্রে আনাড়ি, কিন্তু আমার জ্ঞানে নই; আর আমরা সবদিক দিয়ে ও সমস্ত বিষয়ে তা নিশ্চিতভাবে তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেছি।

(৭) আমি বিনামূল্যেই তোমাদের কাছে আল্লাহর সুখবর প্রচার করেছি; আমি তোমাদেরকে উন্নত করার জন্য নিজেকে নত করে কি গোনাহ করেছি?

(৮)আমি তোমাদেও খেদমত করার জন্য অন্যান্য ইমানদার-দলের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমি তাদের টাকা বা অর্থ লুট করেছি।

(৯)আর আমি যখন তোমাদের মাঝে থাকার সময় অভাবে ছিলাম, এবং অভাবের মধ্যে ছিলাম, তখনো আমি কারো বোঝা হইনি; কারণ যে ভাইয়েরা মেসিডোনিয়া থেকে এসেছিলো, তারাই আমার অভাব মিটিয়েছিলো। তাই আমি তোমাদের উপর কোনো বোঝা হইনি এবং আগামীতেও হবো না।

[১০]আমার মধ্যে মসিহের যে সত্য আছে, আমার এই গর্ব থেকে আখায়া অঞ্চলের কেউই আমাকে থামাতে পারবে না। [১১]এবং কেন আমি একথা বলছি? তোমাদের মহব্বত করি না বলে কি? আল্লাহ জানেন, আমি তোমাদের মহব্বত করি!

[১২]আর আমি যা করি তা-ই করতে থাকবো, যাতে যারা নিজেদেরকে আমাদের সমান বলে গর্ব করার সুযোগ খোঁজে, তারা যেন সেই সুযোগ না পায়।

[১৩]কারণ এই ধরনের গর্বকারীরা ভন্ড হাওয়ারী, প্রতারনকারী প্রচারক, মসিহের হাওয়ারীদের ছদ্মবেশধারণকারী। [১৪]এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই! কারণ শয়তানও নিজেকে আলোময় ফেরেস্তার বেশ ধারণ করে। [১৫]সুতরাং, তার সেবরাও যদি ধার্মিকতার খাদেমদের ছদ্মবেশ ধরে, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? যেমন তাদের কাজ, তেমনই তাদের পরিণাম হবে।

[১৬]আমি আবারো বলছি, কেউ যেনো আমাকে বোকা মনে না করে; কিন্তু তোমরা যদি বোকা মনে করো, তাহলে আমাকে বোকা হিসেবেই গ্রহণ করো, যেনো আমিও একটু গর্ব করতে পারি।

[১৭]আমি গর্ব করার বিষয়ে যা বলছি, তা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাবলে বলছি না, বরং মুর্খের মতো বলছি; [১৮]যেহেতু অনেকেই মানুষের মান অনুসারে গর্ব করে তাই আমিও গর্ব করবো। [১৯]কারণ তোমরা বুদ্ধিমান বলে আনন্দের সাথেই নির্বোধদের সহ্য করে থাকো!

[২০]কেউ যদি তোমাদেরকে গোলাম বানায়, কেউ যদি তোমাদেরকে শিকারে পরিণত করে, কেউ যদি তোমাদের কাছ থেকে নানা-রকম সুবিধা আদায় করে নেয়, কেউ যদি নিজেই নিজের উচ্চ প্রশংসা করে কিংবা কেউ যদি তোমাদের গালে চড়ও মারে, তোমরা তার সবই সহ্য করো।

[২১]আমি লজ্জার সংগে স্বীকার করছি যে, আমরা এমন কিছু করার মতো ভীষণ দুর্বল ছিলাম! কিন্তু আমি বোকার মতোই বলছি- যা নিয়ে অন্যেরা গর্ব করার সাহস করে, তা নিয়ে গর্ব করার সাহস আমারও আছে।

[২২]তারা কি ইব্রানী? আমিও তাই। তারা কি ইস্রাইলীয়? আমিও তাই। তারা কি হযরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধর? আমিও তাই।

[২৩]তারা কি মসিহের খাদেম? আমি পাগলের মতো বলছি- আমি আরো বেশি তাই: আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করেছি, অনেকবার জেল খেটেছি, অসংখ্যবার চাবুকের আঘাত সয়েছি এবং অনেকবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছি।

[২৪]আমি পাঁচবার ইহুদিদের হাতে ঊনচল্লিশটা করে চাবুকের আঘাত খেয়েছি, [২৫]আমাকে তিনবার লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে। একবার পাথর মারা হয়েছে। তিনবার আমার জাহাজ ডুবি হয়েছে; সমুদ্রে ভেসে ভেসে আমার

একদিন ও একরাত কেটেছে; [২৬]যাত্রাপথে বহুবার আমি নদী-সঙ্কটে পড়েছি, ডাকাত, নিজের লোক এবং অ-ইহুদিদের হাতে বিপদে পড়েছি; বিপদ হয়েছে শহরে, প্রান্তরে, সমুদ্রে এবং ভন্ড ভাই-বোনদের কাছ থেকে;

[২৭]বহুরাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, বহুবার অনাহারে, ঠান্ডায় ও বস্ত্রের অভাবের মতো এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

[২৮]এবং এসব ব্যাপার ছাড়াও সব ইমানদার-দলগুলোর জন্য দুশ্চিন্তার কারণে প্রতিদিনই আমার ওপর চাপ পড়ছে।

[২৯]কেউ দুর্বল হলে আমিও কি দুর্বল হই না? কেউ অন্যের বাধার কারণ হলে আমি কি রাগে জ্বলে উঠি না?

[৩০]আমাকে যদি গর্ব করতেই হয়, তাহলে আমি আমার দুর্বলতার বিষয় নিয়েই গর্ব করবো। [৩১]প্রতিপালক আল্লাহ যিনি চিরকাল প্রশংসিত এবং হযরত ইসা- তিনি জানেন, আমি মিথ্যা বলি না।

[৩২]যখন আমি দামেস্কে ছিলাম তখন বাদশাহ আরিতাসের অধীনস্ত গভর্নর আমাকে বন্দি করার জন্য দামেস্ক শহরে পাহারা বসিয়েছিলেন, [৩৩]কিন্তু দেয়ালের জানালা দিয়ে ঝুড়িতে করে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, ফলে আমি তার হাত থেকে পালাতে পেরেছিলাম।